দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ .. 19 SEP 1992
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম .. ২ ...

প্রাথমিক শিক্ষার ভয়াবহ চিত্র

রাজবাড়ীতে ছেলেমেয়েরা স্কুল ছাড়িতেছে ॥ লালমনিরহাটে ৪২ হাজার শিশু শিক্ষা-বঞ্চিত

রাজবাড়ীতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। অভাব-অনটনের দরুন ছেলে-মেয়েরা স্কুল ছাড়িয়া শিশু শ্রমিক হিসাবে কাজ করিতেছে। অপরদিকে লালমনিরহাটে হাজার হাজার শিশু প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইতেছে। খবর ইত্তেফাক সংবাদদাতাদের।

রাজবাড়ী : প্রতিবছর খরা, অতিবৃষ্টি, ঝড়, নদীভাঙ্গনসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে জেলার চরাঞ্চল, পল্লী অঞ্চলসহ সর্বত্র কৃষকেরা আর্থিক দৈন্যের কারণে তাহাদের শিশু সন্তানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠাইতে পারিতেছে না। ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতির হার আশংকাজনকভাবে হ্রাস পাইতেছে। দরিদ্র পরিবারের ছেলেরা পরিবারের আর্থিক সংকটের কারণে লেখাপড়া ছাড়িয়া ক্ষেতে-খামারে দিনমজুরের কাজ করিতেছে। এই প্রসঙ্গে কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ করিলে তাহারা জানান, ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে উপস্থিতির এই রকম হ্রাস আগে দেখা যায় নাই। তাহাদের মতে, চরাঞ্চল ও পল্লী অঞ্চলের নিম্ন মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারগুলির প্রায় ৭০/৮০ভাগ শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসা ছাড়িয়া দিয়াছে। উপর্যুপরি প্রাকৃতিক দুর্যোগে শতকরা ৮০ভাগ কৃষক অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে দরিদ্র অভিভাবকরা তাহাদের স্কুলগামী সন্তানদের খাতা, পেন্সিল, পোশাক-পরিচ্ছদসহ স্কুলের

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

গৃহহীন অফিস

যশোর অফিস ॥ গত পহেলা সেপ্টেম্বর হইতে যশোরে নামেই একটি শুল্ক কালেক্টরেট চালু করা হইয়াছে। বাস্তবে ইহার কাজকর্ম এখনও শুরু হয় নাই। অদ্যাবধি এই কালেক্টরেটের জন্য কোন

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

অধ্যক্ষবিহীন শ্রীমঙ্গল

(৩য় পৃঃ পর)

মান অচলাবস্থা নিরসনের দাবীতে ছাত্র-ছাত্রীদের বিক্ষোভ, অভিভাবক ও স্থানীয় সংসদ সদস্যের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া এবং উর্ধতন মহলে স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের রিপোর্ট প্রেরণের দীর্ঘদিন পরও অচলাবস্থা নিরসনের কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

শ্রীমংগল সরকারী কলেজের বিভিন্ন শিক্ষক অন্যত্র বদলি হওয়ার পর নূতন শিক্ষক না আসায় ইন্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রী ক্লাসের ১২টি বিভাগে প্রয়োজনীয় ৩৮ জন শিক্ষকের স্থলে বর্তমানে মাত্র ৩ জন শিক্ষক কর্মরত আছেন এই পরিস্থিতিতে কলেজে কোন ক্লাস হইতেছে না বলিলেই চলে। প্রাপ্ত অভিযোগে জানা যায় যে, দুই বৎসর পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত কলেজের অধ্যক্ষ তাহার কর্মকালীন সম্পূর্ণ সময়টা, এমন কি গত দুইটি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীনও শ্রীমঙ্গলের বাহিরে কাটাইয়া দিয়াছেন। একই অবস্থা উপাধ্যক্ষের ক্ষেত্রেও। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরিত রিপোর্টে থানা নির্বাহী অফিসারও কলেজের শিক্ষকবিহীন অবস্থা ও অধ্যক্ষের অনুপস্থিতির বিষয়টির উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু অবস্থার কোন উন্নতি হয় নাই। শ্রীমঙ্গল-কমলগঞ্জ এলাকার সংসদ সদস্য আবদুস শহীদ এক বিবৃতিতে শ্রীমংগল সরকারী কলেজের ১৫ শত ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষাজীবনে বিরাজমান অচলাবস্থা নিরসনের দাবী জানাইয়াছেন।